যায়যায়দিন

তারিখ 0 3 MAR 2008
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

শিক্ষা বিষয়ক সম্মেলনে চিফ অ্যাডভাইজর

গ্রাম ও শহরের স্কুলের শিক্ষার মানের ব্যবধান ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে

বাসস

চিফ অ্যাডভাইজর ড. ফখরুদ্দীন আহমদ শিক্ষা খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। মানসম্মত শিক্ষার পাশাপাশি দেশের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন অর্জনের জন্য তিনি এ ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করেন।

তিনি বলেন, শিক্ষা খাতে বেসরকারিভাবে মোট জাতীয় উৎপাদনের মাত্র দুই শতাংশের একটু বেশি বিনিয়োগ হয়ে থাকে। এ বিনিয়োগ আগামী এক দশকে দ্বিগুণ হওয়া প্রয়োজন। সরকারের বাজেটে শিক্ষায় ১৫ শতাংশেরও কম বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এ বরাদ্দও আনুপাতিক হারে বাড়াতে হবে।

এ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন, শিক্ষা খাতে এ ধরনের বিনিয়োগ বাড়ানো না গেলে মানসম্মত শিক্ষা এবং দেশের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন অর্জন সম্ভব নয়।

চিফ অ্যাডভাইজরের অফিসের ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স সেন্টারে গভর্ন্যান্স ইন এডুকেশন : ট্রান্সপারেন্সি, একাউন্টিবিলিটি অ্যান্ড ইফেক্টিভনেস শীর্ষক তিন দিনের সম্মেলন উদ্বোধন করতে গিয়ে তিনি এসব কথা বলেন।

শিক্ষা সচিব মোঃ মমতাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী। ইউনেস্কো ঢাকার পরিচালক মালামা মেলেইসা ভোট অফ থ্যাংকস দেন।

ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির পৃঃ ১১ কঃ ৫

গ্রাম ও শহরের স্কুলের শিক্ষার

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ইন্সটিটিউট অফ এডুকেশনাল ডেভেলপমেন্টের পরিচালক ড. মঞ্জুর আহমেদ ও চিফ অ্যাডভাইজরের অফিসের এক্সেস টু ইনফরমেশন প্রোগ্রামের পলিসি অ্যাডভাইজর অনিল চৌধুরী সম্মেলনে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন।

চিফ অ্যাডভাইজর বলেন, গ্রাম ও শহরের স্কুলগুলোর শিক্ষার মানের মধ্যে ব্যবধান গত কয়েক দশকে ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। সমাজেও এর নেতিবাচক প্রভাব বাড়ছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। চিফ অ্যাডভাইজর এ সমস্যা সমাধানের উপায় খুজে বের করার আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, জ্ঞানদীপ্ত, দক্ষ ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন নাগরিকরাই কেবল পারে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়তে, দারিদ্র্য দূর করতে এবং একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে।

ড. ফখরুদ্দীন আহমদ বলেন, এনজিওগুলোর উদ্ভাবনী উদ্যোগে সরকারের সহযোগিতার সুবাদে সাম্প্রতিক বছরগুলোয় দেশে শিক্ষার প্রসার ঘটছে।

শিক্ষা খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণের ওপর জোর দিয়ে তিনি বলেন, সামর্থ্য ও পেশাগত দক্ষতার ক্ষেত্রে দুর্বলতা, কেন্দ্র থেকে সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রবণতা, সংস্কৃতি এবং আমাদের মন-মানসিকতাই শিক্ষা ক্ষেত্রে সংস্কারের পথে প্রধান অন্তরায়।

চিফ অ্যাডভাইজর বলেন, এনজিও এবং কমিউনিটি সংগঠনগুলো বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অভিভাবকসহ কমিউনিটির মধ্যে যোগসূত্র হিসেবে কাজ করতে পারে। এভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো স্থানীয় কমিউনিটির পাশাপাশি অভিভাবকদের কাছে সত্যিকার অর্থেই দায়িত্বশীল থাকবে।

শিক্ষার কাজে ইলেকট্রনিক মিডিয়াকে ব্যবহার করা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, শিক্ষা সংক্রান্ত টিভি চ্যানেল স্থাপনের প্রয়োজনীয় অবকাঠামো বাংলাদেশ টেলিভিশনের রয়েছে।

শিক্ষাবিদ, নীতিনির্ধারক ও পেশাজীবীরা সম্মেলনে অংশ নেন।